গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ ঃ ০২-৯৯৬৬৬১৩৭০ E-mail- pidmymensingh@gmail.com, Facebook: Pid Mymensingh

তথ্যবিবরণী নম্বর:৬৪

ময়মনসিংহ রেঞ্জ পুলিশ আয়োজিত আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা দিবসের আলোচনায় বক্তাদের অভিমত

বিশ্বশান্তির প্রতিশ্রুতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকারের পথ ধরেই বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি রক্ষায় নেতৃস্থানীয় দেশ

ময়মনসিংহ, ২৯ মে, ২০২৩

বিশ্বশান্তির প্রতিশ্রুতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকারের পথ ধরেই বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি রক্ষায় নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে মর্যাদাবান হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যসংখ্যা সবচেয়ে' বেশি এবং অধিক প্রশংসিত। তার স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা সদরদপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলাদেশের সদস্যরা আসীন রয়েছে।

সোমবার ময়মনসিংহ রেঞ্জ পুলিশ আয়োজিত আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা দিবসের আলোচনায় বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ময়মনসিংহ রেঞ্জ পুলিশের ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য্য বিপিএম এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. ইকরামুল হক টিটু, বিভাগীয় কমিশনার মো. শফিকুর রেজা বিশ্বাস, ৭৭ পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাফিজুর রহমান এনডিসি, পিএসসি, এমপিসি, লে. কর্নেল লেলিন হোসেন, জেলা প্রশাসক মো. মোস্তাফিজার রহমান বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বশান্তি রক্ষায় নৃশংস ভূক্তভোগী হয়েছিল স্বাধীনতার সময়ে। স্বাধীনতার মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু তাই সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'- পররাষ্ট্রনীতির এমন অমোঘ বাণী লিখে গেছেন। বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। সাম্রাজ্যবাদের নির্যাতনে পিষ্ঠ সকল জাতিকে তাই বঙ্গবন্ধু অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে গেছেন। শান্তিকামী মানুষের কাছে তাই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন শান্তির অকুতোভয় কণ্ঠ। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ জেলা পুলিশ সুপার মাছুম আহম্মদ ভূঞা। স্বাগত বক্তব্যে পুলিশ সুপার বলেন, বাংলাদেশ শান্তিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে শান্তিরক্ষা মিশনে বিশ্বের ৪০টি দেশে বাংলাদেশের ৭ হাজার ৪২৮ জন সদস্য শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন। এরা গত বছর ১১৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে লে. কর্নেল লেলিন হোসেন, বিএসসি, বলেন, ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এর মধ্যে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের ১৬১ সদস্য নিহত এবং ৭৩ জন আহত হয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তি রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরছে। এর ফলে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মো. মোস্তাফিজার রহমান বলেন, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশন বিভিন্ন দেশে জনবান্ধব হওয়ায় সিয়েরা লিওনসহ কয়েকটি দেশ তাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলাভাষাকে গ্রহণ করেছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ৭৭ পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাফিজুর রহমান এনডিসি, পিএসসি বলেন, জাতির পিতা বাংলাদেশের জন্মের পূর্বেই শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই সংবিধানসহ বিশ্বশান্তির জন্য সকল ফোরামে দাবি উত্থাপন করতেন। তিনি বলেন, ২০২০ সাল থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণ করা হচ্ছে। জাতিসংঘ এবং হোস্টকান্ট্রির গ্রহণযোগ্যতা বাংলাদেশকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের সদস্যদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র, নিয়মানুবর্তিতা, সহানুভূতি, মানবিকতা ইত্যাদি সকল দেশের কাছে বাংলাদেশকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। এত বেশি সংখ্যক সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের চাহিদার প্রেক্ষিতে দ্রুত সময়ের মধ্যে সেনা পাঠাতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের নারী সদস্যরা সহজেই পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এরই ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে তারা বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে।

আলোচনা সভায় বিভাগীয় কমিশনার মো. শফিকুর রেজা বিশ্বাস বলেন, বিশ্বশান্তির অন্যতম প্রবক্তা বঙ্গবন্ধু। তাই তিনি সংবিধানে বিশ্বশান্তির বাণী লিখে গেছেন। তাঁর শাসনামলে ১৯৭৩ সালে যুদ্ধরত সিরিয়ার শান্তিকামী মানুষের জন্য ঔষধ সামগ্রী পাঠিয়ে সমর্থন জানান হয়।

ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. ইকরামুল হক টিটু বলেন, বঙ্গবন্ধুর 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়'- পররাষ্ট্রনীতির এমন শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করায় দ্রুত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব শান্তিরক্ষা বাহিনীতে মর্যাদার সাথে কাজ করছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, বাংলাদেশ এক সময়ে বিশ্বের কাছে মাথা উঁচু করে থাকবে। বিশ্বের শান্তিরক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং দেশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বে আজ একটি অভূতপূর্ব সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেন, জাতির পিতা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে জুলিও জুরি শান্তি পদক প্রদান করা হয়। তিনি সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের প্রতিবাদ ও নিন্দা করতেন। তারই উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয়দান করে বিশ্ব মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য্য বলেন, বিশ্বশান্তির প্রেরণার উৎস জাতির পিতা। তাঁর প্রেরণায় আজ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে পুলিশ সদস্যরা। ওয়ার্ল্ড ইজ এ গ্লোবাল ভিলেজ। বিশ্বের যে প্রান্তেই যুদ্ধ লাগুক তার প্রভাব প্রত্যেক দেশেই পড়বে সেটি উপলব্ধি করতে পারলেই বিশ্বে শান্তি ফিরে আসবে। শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেদের জীবন বাজি রেখেছে। কখনো পিছিয়ে আসেনি। বাংলাদেশ পুলিশ ও সেনাবাহিনী দেশের ভেতরে ও বাইরে সমানতালে শান্তি রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে।

#

দেওয়ান/হুদা/মনির/রিদওয়ান/সজিব/২০২৩/১৩.৩০ ঘণ্টা